Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার হক

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা আক্তার রত্না

রোলঃ ২১৫০০৭১৬

০৪ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার হক

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা আক্তার রত্না

রোলঃ ২১৫০০৭১৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "পিতা মাতার হক" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খাদিজা আক্তার রত্না, আইডিঃ ২১৫০০৭১৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা মাতার হক " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

খাদিজা আক্তার রত্না

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

০৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

খাদিজা আক্তার রত্না

আইডিঃ ২১৫০০৭১৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৫
পিতা-মাতার হক	৬
পিতা-মাতার হক সমপর্কে হাদীস ৫-৬	৭
পিতা-মাতার খেদমত	৮
পিতা-মাতাকে ” উহ ” শব্দটিও না করা	১০
পিতা-মাতার জন্য দোয়া	১১
পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্টি	১২
পিতা-মাতার প্রয়োজন পূর্ণ করা	১৩
পিতার চেয়ে মাতার হক বেশি	১৪
পিতা-মাতার প্রতি নবীদের আচরন	১৪
পিতা-মাতার সেবা করার সওয়াব	১৫
অ-মুসলিম পিতা-মাতার হক	১৬
পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কবীরা গুনাহ	১৬
মৃত্যুর পর পিতা-মাতার হক	১৭
উপসংহার	১৭

০১. ভূমিকা

সন্তানের নিকট পিতা-মাতার প্রাপ্য অধিকারই তাদের হয়। এই পৃথিবীতে আমাদের সবচেয়ে কাছের ও আপন মানুষ হল পিতা-মাতা। জন্মের শুরু থেকে পিতা-মাতা তার সন্তান কে অনেক কষ্টে লালন-পালন করে বড় করে। সন্তানের জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে। তাই তাদের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য রয়েছে তা যথাযথ পালন করা।

পিতা-মাতার হক সম্পর্কে পবিত্র আল-কোরআনে আল্লাহ বলেন,

"তোমর প্রভু আদেশ করেছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।

যদি তাদের একজন অথবা উভয়জন তোমার কাছে বাধ্য উপনীত হয় তাহলে তাদেরকে উফঃ বলবে না এবং তাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলবে না"।

একজন আদর্শ সন্তান হিসাবে আমাদের উচিৎ পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে যানা এবং তাদের হক আদায় করা। তাদের সাথে সর্বদা ভালো ব্যবহার করা। তাদের সাথে নরম সুরে কথা বলা। তাদের দেখাশোনা করা। তারা অসুস্থ হলে তাদের সেবাযত্ন করা প্রয়োজনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। তাদের সকল প্রয়োজন পূরন করা। তাদের সকল আদেশ মেনে চলা। তাদের কথামত কাজ করা তবে ইসলাম বিরোধী কাজ হলে করা যাবে না। তাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলা যাবে না। তাদের সাথে বিনয়ের সাথে কথা বলা। কোন কাজে পিতা-মাতার অনুমতি নেওয়া। আমরা পিতা-মাতার হক যথাযথভাবে আদায় করব। তাদের জন্য আমরা সর্বদা দোয়া করব। তাদের সুস্থতা ও কল্যান কামনা করব।

পিতা-মাতার জন্য দোয়া ঃ

হে, পালনকর্তা,

তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তাঁরা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছেন।

(বণী ইসরাইল, আয়াত ২৪)

জীবিত অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি যেমন আমাদের কিছু দ্বায়িত্ব রয়েছে তেমনি মৃত্যুর পরও তাদের জন্য আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে যা আমরা পরবর্তীতে যানতে পারব।

সুতরাং এই পৃথিবীতে পিতা-মাতা আমাদের সবচেয়ে আপন জন। তাই আমরা তাদের হক আদায় করব এবং সর্বদা দোয়া করব।

০২.পিতা-মাতার হক

আমরা প্রতেকেই দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছি পিতা-মাতার মাধ্যমে। জন্মদাতা পিতা-মাতার সাথে আমাদের সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠতম তাঁদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যও তেমনি অপরিসীম। পিতা-মাতা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। তাঁরা আমাদের যে ভাবে লালন পালন করে বড় করে তুলেছেন তার ঋণ অপরিশোধ্য। পিতামাতার হক সম্পর্কে আমাদের জনতে হবে এবং যথাযথ তাঁদের হক আদায় করতে হবে। আল্লাহর হক হলো মানুষ একমাত্র আল্লহর ইবাদত করবে এবং আল্লাহর সঙ্গে শরিক করবে না। বান্দার হকের মধ্যে পিতা-মাতার হক সর্বাগ্রে। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার হক বা অধিকার হলো সন্তান পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্যবহার করবে এবং তাদের কষ্ট দিবে না। সন্তানের ওপর পিতা-মাতার প্রতি ১৪ টি হক বা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এর মধ্যে ৭টি তাঁদের জীবদ্দশায় পালন করতে হবে।

জীরত অবস্থায় ৭টি কর্তব্য হলোঃ

সম্মান ও শ্রদ্ধা করা।

ভালোবাসা।

মান্য করা।

সুখ-শান্তির চিন্তা ও ব্যবস্থা করা।

তাদের প্রয়োজন যথাসাধ্য পূরন করা।

দূরে থাকলে দেখা-সাক্ষাৎ ও নিয়োমিত যোগাযোগ করা।

তাঁদের জন্য সর্বদা আল্লাহর নিকট দোয়া করা।

০৩.পিতা-মাতার হক সম্পর্কে হাদীস

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেন, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে হতভাগ্য ব্যক্তিটি কে? হুজুর (সা.) বললেন সে হলো সেই ব্যক্তি যে তার মাতা-পিতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও বেহেশতে যেতে পারল না। (মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লহর রাসূল (সা.)! আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হকদার কে? হুজুর (সা.) বললেন তোমার মা। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল অতঃপর কে? হুজুর (সা.) বললেন তোমর মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল অতঃপর কে? হুজুর (সা.) এবার জবাব দিলেন তোমার মা। লোকটি পুনঃজিজ্ঞেস করল অতঃপর কে? এবারে নবী করীম (সা.)জওয়াব দিলেন যে, তোমার বাবা।' (বুখারী, মুসলিম)

হযরত মুগীরা (রা.) হতে বর্ণিত নবী করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা মায়েদের নাফরমানী করা, হকদারের হক না দেয়া এবং কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া, তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য গল্প-গুজবে মত্ত হওয়া, অতিরিক্ত সওয়াল করা এবং মাল-সম্পদ নষ্ট করাকে অপছন্দ করেছেন। (বুখারী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন এক ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ত্যাগ করে হিজরাতের উদ্দেশ্যে বায়াত করার জন্যে নবী করীম (সা.) এর খেদমতে এসে হাজির হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন ফিরে যাও তোমার মাতা-পিতার কাছে এবং তাদের খুশী করে এসো যেমনি তাদের কাঁদিয়ে এসেছিলে। (আদাবুল মুফরাদ)

পিতা-মাতার সন্তুটিতে আল্লহর সন্তুটি,

হাদিস-৮

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশদ করেন, বাবার সন্তুটিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং বাবার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি রয়েছে।

(জামে তিরমিযী, হাদিস নং-১৮৯৯)

হাদিস-৯

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়ঃ ১. পিতা-মাতার দোয়া, ২. মুসাফিরের দোয়া, ৩. মজলুমের দোয়া।

(আবু দাউস, হাদিস নং-১৫৩৬)

০৪পিত-মতার খেদমত

এই পৃথিবীতে পিতা-মাতার চেয়ে আপনজন আমাদের আর কেও নাই। পিতা-মাতার উসিলায় আমরা দুনিয়াতে এসেছি। তাঁদের স্নেহ ও আদরে আমরা লালিত-পালিত এবং বড় হয়েছি। তাঁরা ভালোবাস ও মমতা দিয়ে আমাদের বড় করে তোলেন। শিশু কালে আমাদের মলমূত্র পরিষ্কার করেন। আমাদের অসুখ হলে অনেক সেবা যত্ন করেন।আমাদের আনান্দে তাঁরা আনান্দিত হন

আমাদের দঃুখে তারা দঃুখিত হন। তারা সবসময় আমাদের মঙ্গল কামনা করেন।আমাদের জন্য সবসময় দোয়া করেন। এহেন হিতাকাঙ্ক্ষী পিতা-মাতার প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আমারা সবসময় পিতা-মাতার খেদমত করব। পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করব। তাঁদের আদেশ নিষেধ মেনে চলব। তাঁদের প্রতি সম্মান দেখাবো। তাঁদের সেবা করবো। আল্লহ তালয়া বলেছেন,

অর্থ: তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।

আমরা পিতা-মাতার মনে সামান্যতম কষ্ট দেব না। দুঃখ দেব না। তাঁদের সামনে গালিগালাজ করব না। তাঁদের কটু কথা বলব না এবং গালি দেব না । তাঁদের মন্দ

বলব না। তিরস্কার করব না। তাঁদের সাথে খারাপ ব্যবহার করব না। আমরা তাঁদের সামনে বা অগোচরে এমন কথা বলব এবং এমন কাজ করব যা তাঁরা দেখলে বা শুনলে খুশি হন। তাঁরা খুশি হলে আ আমরা পিতা-মাতার মনে সামান্যতম কষ্ট দেব না। দুঃখ দেব না। তাঁদের সামনে গালিগালাজ করব না। তাঁদের কটু কথা বলব না এবং গালি দেব না । তাঁদের মন্দ বলব না। তিরস্কার করব না। তাঁদের সাথে খারাপ ব্যবহার করব না। আমরা তাঁদের সামনে বা অগোচরে এমন কথা বলব এবং এমন কাজ করব যা তাঁরা দেখলে বা শুনলে খুশি হন। তাঁরা খুশি হলে আলাহও আমাদের ওপর খুশি হবেন। মহানবি (স) বলেছেন- আল্লাহও আমাদের ওপর খুশি হবেন। মহানবি (স) বলেছেন-

অর্থ: পিতার সন্তুষ্টিতে প্রতিপালকের সন্তুষ্টি আর পিতার অসন্তুষ্টিতে প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি।

পিতা-মাতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে সন্তানের ওপর বেশীনীর্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ সময় যাতে তাঁদের সামান্যতম দুঃখ-কষ্ট ও অসুবিধা না হয়, সেদিকে সব সময় খেয়াল রাখব। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত করব। তাঁদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে সর্বদা নিম্নোক্ত দোয়াা করব:

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক। পিতা-মাতা আমাকে যেমন শৈশবে স্নেহ-যত্নে লালন-পালন করেছেন, আপনি তাঁদের প্রতি ঠিক তেমনি দয়া করুন ।

এখন আমরা পিতা-মাতার খেদমতের ব্যাপারে একটি আদর্শ কাহিনী জানব :

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রা.) ইরানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আম্মাকে সব সময় খেদমত করতেন, সেবাযত্ন করতেন। তাঁর আম্মাও তাকে খুবই আদর-স্নেহ করতেন। একদা তাঁর আম্মা অসুস্থ ছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রের কাছে পানি চাইলেন। পুত্র বায়েজিদ আশপাশে কোথাও পানি পেলেন না। অবশেষে নদী থেকে পানি আনলেন। পানি নিয়ে আসতে একটু দেরি হয়েছে। তাঁর আম্মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। শীতের সময় ছিল তখন। বায়েজিদ (রা.) ভাবলেন আম্মাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে উঠালে তিনি কষ্ট পাবেন। তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হবে, তাই তিনি সারারাত পানির পাত্র হাতে নিয়ে মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কনকনে শীত। শীতে তার হাত

অবশ হয়ে আসছিল। কিন্তু তবু তিনি আম্মাকে ডাকলেন না । ঘুম ভাঙালেন না। দাঁড়িয়েই রইলেন।

শেষ রাতে আম্মার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। শিয়রে তাঁর ছেলেকে পানির পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি অবাক হলেন এবং খুব খুশি হলেন। তিনি প্রাণভরে ছেলের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহ মায়ের দোয়া কবুল করলেন। পরবর্তীতে ছেলেটি আল্লাহর বিশ্ববিখ্যাত ওলি বায়েজিদ বোস্তামী নামে পরিচিত হলেন। আর এটাই নৈতিক মূল্যবোধের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

০৫.তাদেরকে ‘উহ’ শব্দটিও বলো না

যখন মাতাপিতা বার্ধক্যে(বৃদ্ধবস্থায়) উপনীত হয়, তখন তারা ছোট শিশুর মতো আচরণ করতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের বায়না করে। বিভিন্ন দাবিদাওয়া করে। তখন আমরা তাদের এই দাবি-দাওয়া শুনে, তাদের এই বায়না শুনে উফ শব্দটি বলবো না। যাতে তারা উফ শব্দটি শুনে তাদের হৃদয় ব্যথিত না হয়। যাতে তারা কষ্ট না পায়। কেননা যখন আমরা শিশু ছিলাম তখন আমাদের দাবি-দাওয়ার শেষ ছিল না। কিন্তু মাতা পিতা এই দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য অফুরন্ত চেষ্টা করেছিলেন। কখনো বিরক্ত হতেন না।

কথিত আছে, একবার এক বৃদ্ধ পিতা তার সন্তানের কাছে শিশুদের মত বায়না করত। সন্তানটি তার পিতার শিশুসুলভ আচরণে বিরক্ত হয়ে যায়। সেটি বৃদ্ধ পিতা উপলব্ধি করতে পারে। সে একবার তার সন্তানকে নিয়ে একটি বল সহ পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যায় ।বৃদ্ধ লোকটি বলটিকে নিচে নিক্ষেপ করল ছেলেটি গিয়ে বলটিকে নিয়ে আসল। বৃদ্ধ লোকটি বলটি পুনরায় ছুড়ে মারলো পাহাড়ের নিচে। সন্তানটি পুনরায় বলটি কুড়িয়ে নিয়ে আসলো।

এভাবে পুনরায় করতে থাকায় সন্তানটি অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। বৃদ্ধ লোকটি এটি উপলব্ধি করতে পেরে হেসে বলল, যখন তুমি ছোট ছিলে, তখন তুমি এ পাহাড়ের চূড়ায় থেকে বল নিক্ষেপ করতে; আর আমি প্রতিবারের মত বলটি কুড়িয়ে নিয়ে

আসতাম। কিন্তু আমি কখনো বিরক্ত হইনি।(এই গল্পটি আরিফ আজাদ ভাইয়ের লেখিত বইয়ে(মা মা মা ও বাবা) পড়েছি।

০৬.পিতা মাতার জন্য দোয়া

মা-বাবার জন্য দোয়া করতে পারা ভাগ্যের ব্যাপার। কেবল সুসন্তানরাই মা-বাবার অবদান ভুলতে পারেন না। মা-বাবার আদর-যত্ন ভুলে যান না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি মানুষকে তার মা-বাবার সঙ্গে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার শুকরিয়া ও তোমার মা-বাবার শুকরিয়া আদায় করো।' (সুরা লুকমান: ১৪)

সন্তানের উচিত প্রত্যেক নামাজের পর দু'হাত তুলে মা-বাবার জন্য দোয়া করা। সন্তানের দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাদের নেয়ামত ও সুখ-শান্তি বাড়িয়ে দেন। হাদিসে এসেছে, 'মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে, হে প্রভু! এটা কী জিনিস? তাকে বলা হয়, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে'। (আল-আদাবুল মুফরাদ: ৩৬)

আরেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'মানুষ মৃত্যু বরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি আমল কখনো বন্ধ হয় না। ১) সাদকায়ে জারিয়া (এমন দান-অনুদান; যার সওয়াব চলমান থাকে) ২) এমন জ্ঞানড় যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং ৩) নেক সন্তানড় যে তার মৃত বাবা মায়ের জন্য সবসময় দোয়া এবং আমল করে।' (মুসলিম: ৪৩১০)

এখানে মা-বাবার জন্য পবিত্র কোরআনে বর্ণিত তিনটি দোয়া তুলে ধরা হলো।

১. প্রশান্তির দোয়া: رَبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا উচ্চারণ: 'রাব্বির হামহুমা, কামা রাব্বায়ানি সাগিরা।' অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো; যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।' (সুরা বনি ইসরাইল: ২৪)

২. ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া: رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ উচ্চারণ: 'রাব্বানাগ ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া, ওয়ালিল মু'মিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব।' অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক! রোজ কেয়ামতে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন।' (সুরা ইবরাহিম: ৪১)

৩. মা-বাবাসহ সব মুমিনের জন্য দোয়া: رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيۡتِيَ مُؤۡمِنٗا وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارَۢا উচ্চারণ: 'রাব্বিগ ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া, ওয়া লিমান দাখালা বাইতিয়া মু'মিনাও ওয়ালিল মু'মিনিনা ওয়াল মু'মিনাত। ওয়ালা তাজিদিজ জা-লিমিনা ইলা তাবারা।' অর্থ: 'হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষদের ক্ষমা করুন এবং আপনি জালিমদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।' (সুরা নুহ: ২৮)

অতএব, সুসন্তান হিসেবে বাবা-মায়ের জন্য বেশি বেশি দোয়া করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে মা-বাবার জন্য কোরআনে বর্ণিত উল্লেখিত দোয়াগুলো সবসময় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

০৭.পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,رِضَى الرَّبِّ فِى رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার ক্রোধে আল্লাহর ক্রোধ' ।[১২] আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি শামে তার নিকটে এসে বলল, আমার মা, অন্য বর্ণনায় আমার পিতা বা মাতা (রাবীর সন্দেহ) আমাকে বারবার তাকীদ দিয়ে বিয়ে করালেন। এখন তিনি আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি তোমার স্ত্রীকে ছাড়তেও বলব না, রাখতেও বলব না। আমি কেবল অতটুকু বলব, যতটুকু আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন,الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبوابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ إِنْ شِئْتَ أَوْ ضَيِّعْ 'পিতা হ'লেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি চাইলে তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার' ।[১৩]

আব্দুলল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা তাকে অপছন্দ করতেন। তিনি তাকে তালাক দিতে বলেন। আমি তাতে অস্বীকার করি। তখন বিষয়টি রাসূলুলাহ (ছাঃ)-কে বলা হ'লে তিনি বলেন, أَطِعْ أَبَاكَ، وَطَلِّقْهَا فَطَلَّقْتُهَا 'তুমি তোমার পিতার আনুগত্য কর এবং তাকে তালাক দাও। অতঃপর আমি তাকে তালাক দিলাম'।[১৪] ঈমানদার ও দূরদর্শী পিতার আদেশ মান্য করা ঈমানদার সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পুত্র ও তার স্ত্রী উভয়ে ধার্মিক ও আনুগত্যশীল হ'লে ফাসেক পিতা-মাতার নির্দেশ এক্ষেত্রে মানা যাবে না। একইভাবে সন্তান ছহীহ হাদীছপন্থী হ'লে বিদ'আতী পিতা-মাতার ধর্মীয় নির্দেশও মানা চলবে না। কারণ সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান অগ্রাধিকার পাবে।

০৮.পিতা-মাতার প্রয়োজন পূর্ণ করা

আমাদের জন্মের পর থেকে পিতা-মাতা তাদের সামর্থ অনুযায়ী আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেন তাই আমাদেরও উচিত সামর্থ অনুযায়ী পিতা-মাতার প্রয়োজন পূর্ণ করা। পিতা-মাতা যখন বার্ধক্যে পৌছায় তখন অনেক সময় তারা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে না। তাই আমাদেরই তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে হবে। তাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। তারা যা খেতে চায় তা এনে দিতে হবে। তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। তারা অসুস্থ হলে সেবা করতে হবে। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তাদেরকে সময় দিতে হবে। তাদের সাথে গল্প করতে হবে। সব-সময় তাদের ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করতে হবে। পিতা-মাতা কাছে থাকলে তাদের প্রয়োজন সঠিক ভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী পূরণ করতে হবে। যদি পিতা-মাতা দূরে থাকেন তাহলেও তাদের প্রয়োজন পূরণ করা সন্তান হিসেবে আমাদের কর্তব্য। তারা দূরে থাকলে সব-সময় যোগাযোগ রাখতে হবে। তাদের খোঁজ-খবর নিতে হবে। মাঝে মাঝে তাদের সাথে দেখা করার জন্য যেতে হবে। তাদের সুযোগ-সুবিদার খেয়াল রাখতে হবে। তাদের যখন যেটা প্রয়োজন তাদের দিতে হবে। সুতরাং আমরা প্রত্যেকেই আমাদের পিতা-মাতার যাবতীয় প্রয়োজন সামর্থ্য অনুযায়ী পূরণ করবো।

০৯.পিতার চেয়ে মাতার হক বেশি

পিতা-মাতা দুজনই আমাদের কাছে অতি আপনজন। তাদের হক আদায় করা আমাদের সবার উচিত। ইসলাম পিতা-মাতা দুজনকেই সর্বোচ্চ অধিকার ও সম্মান দিয়েছেন। ইসলামের বিধানমতে আল্লাহ তাআলার পরেই মাতা-পিতার স্থান। মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে যা যথাযথ পালন করা উচিত। তুলনামূলকভাবে পিতার চেয়ে মাতার হক বেশি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষনা করেছেনঃ

” আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে গর্ভে ধারন করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব কওে কষ্টের সাথে। পিতা-মাতা উভয়ের প্রতি সদ্ব্যহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে মায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।”

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্নিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লহ (স.) এর নিকট হাযির হয়ে বললেন আমাকে কোন কাজের আদেশ করেন, রাসুলুল্লহ (স.) বললেন তোমার মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করো। লোকটি বললেন তারপর, রাসুলুল্লহ (স.) আবার বললেন তোমার মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করো। তৃতীয় বার একই কথা বললেন। চতুর্থবার বললেন তোমার বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করো। এ থেকে বোঝা যায় পিতার চেয়ে মাতার হক তিন গুন বেশি। তবে আমাদের পিতা-মাতা উভয়ের হক যথাযথ আদায় করতে হবে।

১০.পিতা-মাতার প্রতি নবীদের আচরন

মাতা-পিতার প্রতি নবীদের আচরন ছিল অতুলনীয়। নবীগন সর্বদা তাদেও পিতা-মাতার সাথে সদব্যবহার করেছেন। অনেক নবীর পিতা-মাতা মুসলিম ছিলেন না তবুও তাদেও প্রতি তাঁদের ব্যবহার ছিল অতুলনীয়।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর পিতা-মাতাকে ছোট বেলায় হারিয়েছেন। নবীর দুধ মাতার প্রতি যে ব্যবহার করতেন তা থেকে পিতা-মাতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত তা বোঝা যয়।

একদিন বিবি হালিমা মহানবী (স.) এর কাছে এলেন তিনি উঠে গিয়ে নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে তাঁর দুধ মাতাকে বসতে দিলেন। তিনি ছোটো থেকেই দুধ মাতা হালিমার সাথে উত্তম আচরন করতেন। নবীরা সবসময় মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। ইবরাহিম (আ.) যখন তার পিতাকে দ্বীনের দাওয়ত দিয়ে বললেন, বাবা আপনি কেন এমন রবের ইবাদত করবেন যে শোনে না ও দেখে না। আপনি একত্বাবাদকে গ্রহন করুন সরল সহজ পথ পেয়ে যাবেন।

(সুরা মারইয়াম ৪২-৪৩)

উত্তরে তার বাবা বললেন, ইবরাহিম তুমি কি আমার উপাস্যদেও থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ? যদি আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরে না আসো, তাহলে প্রস্তারাঘাতে তোমার প্রাণ নাস করব। (সুরা মারইয়াম ৪৬)

ইবরাহিম (আ.) তার পিতার এমন দূরব্যবহারের জবাবে শান্তির বাণী শোনালেন, বাবা আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনার জন্য আমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। (সুরা মারইয়াম ৪৭)

১১.পিতা-মাতার সেবা করার সওয়াব

একজন সন্তানের জন্য পিতা-মাতা অনেক বড় নেয়ামত। মহান আল্লাহ্ পিতা-মাতার যথাযথ মম্মান ও সেবা করার আদেশ দিয়েছেন। পিতা-মাতার সেবা করা প্রত্যেক সন্তানের দায়িত্ব।পিতা-মাতার সেবার মাধ্যমে কবুল হজের সওয়াব পাওয়া যয়। এমন কি পিতা-মাতার চেহারার দিকে তাকালেও নেকি পওয়া যায়। পিতা-মাতার সেবার মাধ্যেমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যয়। হাদিসে রয়েছে মাতার পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত। বাবা মায়ের সেবার মাধ্যেমে জান্নাত লাভ হয়। বাবা-মায়ের সেবার মাধ্যেমে যেমন সওয়াব লাভ হয় তেমনি তাদের দোয়ার বরকতে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যণ লাভ করা য়ায়।

১২.অমুসলিম পিতা-মাতার হক

পিতা-মাতার প্রতি সকল হক আমাদেও আদায় করতে হবে। পিতা-মাতার যদি অমুসলিম ও হয় তবুও তাদেও হক আদায় করা জরুরি। পিতা-মাতা অমুসলিম হলে তার যদি আদেশ করে ন্যয় কাজের তাহলে সেটা পালন করতে হবে। তবে যদি ইসলামের বিপরিতে চলতে বলে সে ক্ষেত্রে তাদের আদেশ মান্য করা যাবে না। পিতা-মাতা হিসাবে তাদের যে হক রয়েছে তা যথাসাধ্য পালন করতে হবে। তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলতে হবে। তাদের খোজখবর রাখতে হবে। তাদের প্রয়োজন পূরন করতে হবে। সর্বদা তাদের ইসলামের পথে ডাকতে হবে। তাদেরকে ভালোভাবে বোঝাতে হবে। আমাদের অনেক নবীর পিতা-মাতা অমুসলিম ছিলেন। নবীরা সবসময় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছেন। তাদের হক আদায় করেছেন। তাদেরকে আল্লাহর পথে ডকতেন।তাঁদের পিতামাতর তঁদের উপর অনেক অত্যচার করা সত্বেও তাদের সাথে খারাপ ব্যবহ্যার করেনি। সুতরাং আমাদের মঝে কারো পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও পিতা-মাতার হিসাবে তাদের যে হক রয়েছে তা পালন করতে হবে।

১৩.পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কবীরা গুনাহ

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য। বৃদ্ধ বয়সে তাঁদেও সেবা যত্ন করা, তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করাও সন্তানের দায়িত্ব। পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ। পিতা-মাতা যেমনই হোক তদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

এছাড়াও বলা হয়েছে রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী জন্নাতে প্রবেশ করবে না। আর পিত-মাতার সাথে রক্তের সম্পর্ক তো সবার আগে।

১৪.মৃত্যুর পর পিতা-মাতার হক

পিতা-মাতা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। পিতা-মাতা জীবিত অবস্থায় যেমন হক রয়েছে তেমনি মৃত্যুর পর ও কিছু হক রয়েছে। পিতা-মাতা জীবিত থাকলে আমরা সবসময় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব, তাদের মান্য করব, তাদের যাবতীয় হক আদায় করব। পিতা-মাতা মারা গেলেও কিছু হক আমাদের পালন করতে হবে। তাঁদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তাদের জন্য দান করতে হবে।তাঁরা যদি কোন ইচ্ছার কথা বলে যয় তা পূরণ করতে হবে। সবসময় তাদের জন্য দুয়া করতে হবে। তাদের আমানত থাকলে তা আদায় করতে হবে। তাঁদের সাথী সঙ্গী ও আত্নীয় স্বজনদের সম্মান করতে হবে।

সুতরাং আমাদের মাঝে যাদের পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের মাগফেরাতের জন্য সবসময় দোয়া করব।

১৫.উপসংহার

পিতা-মাতার হক সম্পর্কে কোরআন ও হাদিসে অনেক কথা আছে। আমরা কোরআন হাদিস পড়ে পিতা-মাতার হক সম্পর্কে ভালোভাবে জানবো। পিতা-মাতার হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করবো। তাদের কখনো কষ্ট দিবো না। তাদের সেবার মাধ্যমে জান্নাত লাভের চেষ্টা করবো। তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবো, তাদের সকল চাহিদা পূরণ করবো। তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলবো। তাদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখবো। সব-সময় তাদের জন্য দোয়া করবো। বর্তমান যুগে অনেকে পিতা-মাতার হক সম্পর্কে উদাসীন আবার অনেকে পিতা-মাতার হক সম্পর্কে জানে না। আমরা নিজেরা পিতা-মাতার হক সম্পর্কে জানবো এবং অন্যকে তা জানাবো।

(কিছু বিষয় গুগল ও বই থেকে নেওয়া)

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111408156/